গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এর কার্যালয়
সাতক্ষীরা।

স্মারক নং- সিজেএম(সাতঃ)/৫৪৯(গোপনীয়)

তাং- ২৯/০৬/২০১৭ খ্রিঃ

প্রেরকঃ চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট
সাতক্ষীরা।

প্রাপকঃ মাননীয় রেজিস্ট্রার জেনারেল
বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, ঢাকা।

বিষয়ঃ মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা এর ২৮৩৩/২০১৭ নম্বর রিট পিটিশন মামলার গত ০৯/০৫/২০১৭ খ্রিঃ তারিখের আদেশ মোতাবেক শেখ মোকলেছুর রহমান, জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর- ৮৭২৮২০৬১৩৮২৮৫, পিতা- শেখ আব্দুর রশিদ, মাতা- আনোয়ারা বেগম, সাং- কুখরালী, থানা ও জেলা- সাতক্ষীরা এর whereabouts সংক্রান্তে তদন্ত প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসংগে।

মহোদয়,

যথাযথ সম্মান প্রদর্শন পূর্বক উপর্যুক্ত বিষয় এর প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ এর মাননীয় বিচারপতি জনাব কাজী রেজা-উল হক ও বিচারপতি জনাব মোহাম্মদ উল্লাহ এর বেঞ্চের ২৮৩৩/২০১৭ নম্বর রিট পিটিশন মামলার গত ০৯/০৫/২০১৭ খ্রিঃ তারিখের আদেশ মোতাবেক নিম্ন স্বাক্ষরকারীর মাধ্যমে একজন সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট/ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এর দ্বারা শেখ মোকলেছুর রহমান, জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর- ৮৭২৮২০৬১৩৮২৮৫, পিতা- শেখ আব্দুর রশিদ, মাতা- আনোয়ারা বেগম, সাং- কুখরালী, থানা ও জেলা- সাতক্ষীরা এর whereabouts সংক্রান্তে তদন্ত পূর্বক তদন্ত প্রতিবেদন আগামী ০৩/০৭/২০১৭ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে হাইকোর্ট বিভাগের উক্ত বেঞ্চে প্রেরণের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে সাতক্ষীরা জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেসীর সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট জনাব হাবিবুল্লাহ মাহমুদকে উক্ত বিষয়ে তদন্ত পূর্বক তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ প্রদান করা হইলে তিনি তদন্ত কার্য সম্পন্ন করত অদ্য ২৯/০৬/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করিয়াছেন। এমতাবস্থায় উক্ত তদন্ত প্রতিবেদনটি সংশ্লিষ্ট বেঞ্চে উপস্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য মহোদয়কে বিনীত অনুরোধ পূর্বক তদন্ত প্রতিবেদনটি অত্রসাথ প্রেরণ করা হইল।

আপনার অনুগত

২৯/০৬/১৭

(মোঃ রফিজুল ইসলাম)
চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট
সাতক্ষীরা।

সংযুক্তিঃ

১। তদন্ত প্রতিবেদন ২২ (বাইশ) ফর্দ।
২। জবানবন্দি ৫০ (পঞ্চাশ) ফর্দ।
৩। অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাগজাদি ২১ (একুশ) ফর্দ।
৪। সিডি ০১টি।
৫। মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের ২৮৩৩/২০১৭ নম্বর রিট পিটিশন মামলার গত ০৯/০৫/২০১৭ খ্রিঃ তারিখের আদেশের ফটোকপি- ০১ (এক) ফর্দ।

1. Mr. Md. Motiur Rahman
Advocate, Membership No. 1879
M. No. 01712146827
Hall Room No. 7 (South)
Supreme Court Bar
Association, Dhaka

মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা এর রিট পিটিশন নম্বর-
২৮৩৩/২০১৭, তারিখ ০৯/০৫/২০১৭ ইং এর

তদন্ত প্রতিবেদন

দাখিলকারী
হাবিবুল্লাহ মাহমুদ
তদন্তকারী কর্মকর্তা
ও
সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট
সাতক্ষীরা।

অভিযোগকারী জেসমিন নাহারের অভিযোগ অতি সংক্ষেপে এই যে, তার স্বামী মোখলেসুর রহমান জনি গত ০৪/০৮/২০১৬ তারিখ রাত ৯টার দিকে স্বীয় পিতার জন্যে ঔষধ আনতে বাড়ি থেকে বের হয়ে সাতক্ষীরা নিউ মার্কেট এলাকায় এলে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। ঐ রাতেই প্রায় ১টার দিকে জনিদের বাড়িতে পুলিশ অভিযান পরিচালনা করে। পরদিন জেসমিন ও তার শ্বশুর থানায় গিয়ে জনির খোঁজ করেন ও থানায় জনিকে দেখতে পান। সেদিন ও পরে আরো ২ দিন থানায় আটক থাকা জনিকে খাবার প্রদান করেন। ০৮/০৮/২০১৬ তারিখে থানায় গেলে পুলিশ জনিকে আটক করা এবং থানায় রাখার কথা অস্বীকার করতে থাকে। বিভিন্ন মাধ্যমে বিভিন্নভাবে চেষ্টা করেও স্বামীর কোন সন্ধান না পেয়ে তিনি মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রীট পিটিশন দাখিল করেন।

আমি হাবিবুল্লাহ মাহমুদ, সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সাতক্ষীরা, গত ০৬/০৬/১৭ খ্রিঃ তারিখে এই মামলার তদন্তভার প্রাপ্ত হই। তদন্তের নিমিত্তে ঘটনার সাথে অভিযোগকারীর বর্ণিত মতে সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তাসহ মোট ২৩ জনের জবানবন্দি গ্রহণ করি। মহামান্য হাইকোর্টে পুলিশের প্রদত্ত প্রতিবেদনসহ হাইকোর্ট হতে প্রাপ্ত রেকর্ড পর্যালোচনা করি। থানায় সরেজমিনে গিয়ে থানার হাজত রেজিস্টার, জিডি রেজিস্টার ও থানার হাজত পরিদর্শন করি। কোর্ট হাজত রেজিস্টার পর্যালোচনা করি। থানা হাজতের স্থির চিত্র ধারণ করি। সাক্ষ্য হিসেবে প্রাপ্ত অডিও এবং অন্যান্য বিষয়াদি পর্যালোচনা করি। অভিযোগ ও তৎপ্রেক্ষিতে প্রাপ্ত সাক্ষ্য ও তথ্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণ নিম্নরূপঃ

অভিযোগমতে 'অভিযোগকারী জেসমিন নাহারের স্বামী শেখ মোখলেসুর রহমান জনিকে (পরবর্তীতে জনি) এসআই হিমেল হোসেনের নেতৃত্বে একদল পুলিশ গত ০৪/০৮/১৬ খ্রিঃ তারিখে রাত ৯টা-সাড়ে ৯টার দিকে সাতক্ষীরা নিউ

মার্কেট এলাকা থেকে গ্রেফতার করেছে'। জনিকে গ্রেফতার করার ঘটনার কোন প্রত্যক্ষ্যদর্শী সাক্ষী পাওয়া যায়নি।

অভিযোগমতে 'ঐ রাতে এসআই হিমেলের নেতৃত্বে একদল পুলিশ জনিদের বাড়ীতে অভিযান পরিচালনা করেছিল'। এ বিষয়ে জনির পরিবারের লোকজন পরিচালিত অভিযানের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। গ্রামের অধিবাসীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট পুলিশি অভিযানের বিষয়ে তাদের অবহিত থাকার উল্লেখ করেছেন। তবে, থানার জিডি পরিদর্শনকালে এ ধরণের কোন অভিযান পরিচালিত হওয়ার উল্লেখ জিডিতে পাওয়া যায়নি।

অভিযোগমতে 'জনিকে ৫, ৬ ও ৭ আগস্ট, ২০১৬ থানা হাজতে রাখা হয়েছিল এবং তাকে তার স্ত্রী অভিযোগকারী জেসমিন নাহার থানা হাজতে খাবার পৌছে দিয়েছিলেন এবং ৮ আগস্ট, ২০১৬ তারিখ হতে পুলিশ জনিকে আটকের কথা অস্বীকার করতে থাকে'। জনিকে আটকের বিষয়ে থানার কোন রেজিস্টারে কোন এন্ট্রি নেই।

জেসমিন নাহারের ভাষ্যমতে তিনি তার স্বামীকে নিজ হাতে থানা হাজতে খাবার দিয়েছেন। কয়েক বার তার শ্বশুরও সাথে ছিলেন। তার শ্বশুর শেখ আব্দুর রাশেদও তার এই বক্তব্য সমর্থন করেছেন। জেসমিন আরো বলেছেন যে, তিনি একবার যখন কন্সটেবলের মাধ্যমে খাবার দিয়েছেন তখন থানার ডিউটি অফিসারের রুমের দরজায় দাড়িয়ে উল্টো দিকের দেয়ালে লাগানো গ্লাসে তার স্বামী জনিকে কনস্টেবলের হাত থেকে খাবার নিতে দেখেছেন। সরেজমিনে থানা পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, ডিউটি অফিসারের দরজায় দাড়িয়ে উল্টো দিকের দেয়ালে লাগানো গ্লাসে তাকালে ঠিক ঐ স্থানটুকুই দৃষ্টিগোচর হয় স্বাধারণত হাজতে

থাকা কারো সাথে সাক্ষাৎ করলে বা কোন কিছু দিতে গেলে যে পয়েন্টে উভয়ে একত্রিত হন (ছবি সংযুক্ত, পতাকা-১, ১/ক, ১/খ)। সত্যি সত্যি না দেখে থাকলে কোন সাধারণ মহিলার ঐখানে গ্লাস থাকা এবং তাতে থানার হাজত দেখা যেতে পারে-এমনটি জানার এবং কেবল কয়েকবার থানায় গিয়ে এভাবে খেয়াল করার কথা নয়। এভাবে দেখার বর্ণনা দেয়ায় তার বক্তব্যের বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে আমি মনে করি।

জেসমিন তার জবানবন্দিতে সোনামনি নামের এক মহিলার সাথে কথা বলেছেন যার স্বামীকে ডাকাতির মামলায় চালান দেয়া হয়েছিল। জেসমিন এই সোনামনির ঠিকানা বলতে পারেননি; এমনকি তার স্বামীর নামও বলতে পারেননি। আমি হাজতী রেজিস্টার পর্যালোচনা করে প্রাথমিক অনুমানের ভিত্তিতে অনুসন্ধান পূর্বক এখানে জেসমিন আসামী আসাদুর রহমান, পিতা-হাবিবুর রহমান, নেবাখালী, সাতক্ষীরা'র কথা বলেছেন মর্মে নিশ্চিত হয়ে তার সাথে ও তার স্ত্রী সোনামনি (শাহনাজ আক্তার)'র সাথে সাক্ষাৎ করে তাদের জবানবন্দি রেকর্ড করি। সোনামনিকে আমার মোবাইল ফোনে ধারণকৃত জেসমিনের ফটো দেখানো হলে সে এমন স্বপ্রতিভভাবে 'এটাতো সেই ভাবী' বলে উঠেছিলেন (কিন্তু জেসমিনের নাম মনে করতে পারেননি) এবং এমন জীবন্তভাবে পুরো বিষয়টি বর্ণনা করেছেন যা যে কোন শ্রোতার হৃদয়ে উভয়ের বর্ণিত ঘটনার সত্যতার ব্যাপারে দৃঢ় প্রত্যয় সৃষ্টি করবে। সোনামনির সাথে থানার সামনে দেখা হওয়া ও তাদের মধ্যকার কথোপকথনের যে বর্ণনা জেসমিন দিয়েছেন তার সাথে সোনামনির বক্তব্যের প্রায় হুবহু মিল রয়েছে। জেসমিনের সাথে জেলখানার সামনে সোনামনির দেখা হওয়ার বিষয়টি জেসমিন তার জবানবন্দি প্রদানকালে উল্লেখ করেননি।

সোনামনির স্বামী আসাদুর তার বর্ণনায় তেমন দৃঢ় ছিলেন না। তবে তাকে জনির ছবি দেখানো হলে তিনি থানা হাজতে তাকে কখনো হাফ হাতা গেঞ্জি ও প্যান্ট এবং কখনো লুঙ্গি পরিহিত অবস্থায় দেখেছেন বলেছেন যা এ সংক্রান্ত জেসমিনের বক্তব্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। জেলখানায় স্লিপ দিয়ে জনিকে খুঁজতে যাওয়ার বিষয়েও তিনি তার স্ত্রীর বক্তব্য সমর্থন করেছেন।

জেসমিন জেলখানায় স্লিপ দিয়ে দেখা করতে গিয়েছিলেন কি না যাচাইয়ের জন্যে জেলখানার দেখা-সাক্ষাৎ রেজিস্টার তলব করে তা পরিদর্শন করেছি। কিন্তু তাতে জেসমিনের বা সোনামনির কারো নামই পাওয়া যায়নি, এমনকি আসাদুরের সাথে কেউ দেখা করতে গিয়েছে এমন এন্ট্রিও নেই। সাতক্ষীরা কারাগারের জেলার তুহিন এ সময় জানান যে, যে স্লিপের আসামী খুঁজে পাওয়া যায় না সেগুলো রেজিস্টারে এন্ট্রি করা হয় না। আর অনেক সময় আসামীদের সাক্ষাৎপ্রার্থীরা পরিচয় গোপন রাখার জন্যে কৌশল হিসেবে ভিন্ন নামে স্লিপ দিয়েও দেখা করে। সব সময় তাদের এটা খেয়াল রাখা সম্ভব হয় না।

আগস্ট মাসের ৭ তারিখে গ্রেফতার হওয়া আসামী হাসানকে (পিতা- আশরাফুজ্জামান, গোবরদাড়ি, সাতক্ষীরা) জিজ্ঞাসাবাদ করি। হাসানও জনির নাম মনে করতে পারেননি। তবে তাকে জনির ছবি দেখানো হলে তাকে চিনতে পারেন এবং তাকে তিনি থানা হাজতে দেখেছেন বলে উল্লেখ করেছেন। জনির বাসা থেকে আনা খাবার দু'জনে ভাগ করে খেয়েছেন এবং জনির ইমামতিতে নামাজও পড়েছেন। তার জন্যে খাবার নিয়ে আগমণকারী মীম গার্মেন্টস-এর কর্মচারী তাজেলের মাধ্যমে ২টি Napa-Extra ট্যাবলেট আনিয়ে দিয়েছিলেন বলে

উল্লেখ করেছেন। উক্ত তাজেলকে (তাজুল ইসলাম তাজেল) জিজ্ঞাসাবাদ করে এর সত্যতা পাওয়া গিয়েছে।

৫ তারিখে আদালতে চালানকৃত আসামী আমিনুল ইসলামকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছি। তিনিও মোখলেসকে এবং পূর্বে বর্ণিত আসামী আসাদুরকে থানায় দেখেছেন বলে উল্লেখ করেছেন।

প্রেসক্লাবের সভাপতি আবুল কালাম আজাদের স্ত্রী লায়লা পারভীন সেঁজুতি'র সাথে সাক্ষাতের ও জনির ব্যাপারে তাদের উভয়ের মাধ্যমে থানায় খোঁজ নেয়ার চেষ্টার একটি বর্ণনা জেসমিন দিয়েছেন। লায়লা পারভীন সেঁজুতি'র জবানবন্দি গৃহীত হয়েছে। তিনিও খুবই প্রাণবন্ত ও স্বতস্ফূর্তভাবে ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন। তার বর্ণনার সাথে জেসমিনের বক্তব্যের সাযুজ্য নিবিড় বিবেচনার দাবী রাখে। দিন-তারিখ বলতে না পারলেও সেঁজুতির বক্তব্য হতে বুঝা যায় যে, পুলিশ জনিকে গ্রেফতারের বিষয় অস্বীকার করার দিন তিনি প্রেসক্লাবের গেইটের ভেতর খাবারের বাটি হাতে জেসমিনকে দাড়িয়ে থাকতে দেখেছেন। জেসমিনের স্বামীর সংবাদ নিতে তিনি তার স্বামীকে থানায় পাঠিয়েছেন ও পরে তিনি নিজেও গিয়েছেন। তৎকালীন ও.সি. এমদাদ তাদের নিকট লাবনী সিনেমা হলের নিকটস্থ এক ফটোকপির দোকান হতে জঙ্গী ধরার বিষয়টি স্বীকার করেছিলেন বলে সেঁজুতি উল্লেখ করেছেন। সে সময় ও.সি. পরিষ্কারভাবে 'ধরলাম' শব্দটি ব্যবহার করেছেন বলেও তিনি উল্লেখ করেছেন। তার বক্তব্য হতে বুঝা যায় যে, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মোতাবেক থানা থেকে জনিকে অন্যত্র প্রেরণ করা হয়েছিল।

জেসমিনের জবানবন্দি থেকে আমরা পাই যে, এস.আই. হিমেল কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে ১০ আগষ্ট, ২০১৬ তারিখে তারা পরিবারের সকলের জাতীয়

পরিচয়পত্রসহ থানায় গিয়েছিলেন। জেসমিন নাহার এ সময়ে এস.আই হিমেলের সাথে তার কথোপকথনের অংশ বিশেষ মোবাইল ফোনে রেকর্ড করতে সক্ষম হন (সি.ডি.তে প্রদত্ত, এসআই হিমেল শিরোনামে)। এস.আই হিমেলকে যারা চেনেন, তার কণ্ঠস্বরের সাথে যারা পরিচিত তারা কোন প্রকার দ্বিধা ছাড়াই ঐ কণ্ঠস্বর এস.আই হিমেলের মর্মে নিশ্চিত হতে পারবেন। মহামান্য আদালতও যদি এই রেকর্ডিং ও এসআই হিমেলের সরাসরি কণ্ঠস্বর শুনেন তাহলে খুব সহজেই এটি হিমেলের কণ্ঠস্বর মর্মে সনাক্ত করতে পারবেন। এ জন্যে কোন বিশেষজ্ঞ মতামতের কোন প্রয়োজনীয়তা আমি অনুভব করিনি। নমুনা স্বরূপ কথোপকথনের অংশ বিশেষ ও.সি. হিসেবে সাতক্ষীরা থানায় দায়িত্ব পালনকারী মোঃ ফিরোজ হোসেন মোল্লাকে শোনানো হলে তিনি তার জবানবন্দিতে ঐটি এস আই হিমেলের কণ্ঠস্বর মর্মে চিনতে পেরেছেন বলে উল্লেখ করেছেন (নিরাপত্তা ও অন্যান্য পারিপার্শ্বিক বিবেচনায় এই কথোপকথনের রেকর্ড থাকা এবং এর যথার্থতা সম্পর্কে অভিযুক্ত পক্ষকে জানানো হয়নি বা এ বিষয়ে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি। কথোপকথন অনেকটা নিম্নরূপঃ

এস.আই. হিমেল ঃ ওইটা আনছেন।

জেসমিন ঃ দেব।

এস.আই. হিমেল ঃ এই খানে রেখে যান, যান।

জেসমিন ঃ স্যার আপনার সাথে একটু কথা বলতাম।

এস.আই. হিমেল ঃ কার সাথে, বলেন।

এই, এই যে বিশেষ প্রতিবেদন। এই বিশেষ প্রতিবেদনটা ও প্রতিবেদনটা তৈরি করছি, ওরে ঢাকায় পাঠায় দিবা...

২.১০.১৭
হাবিবুল্লাহ মাহমুদ
সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট
সাতক্ষীরা।

অন্য ব্যক্তি ঃ কোনটা

এস.আই. হিমেল ঃ একটা বিশেষ প্রতিবেদন দিচ্ছি তোমাকে। তুমি একটু খেয়ে আস। বিশেষ প্রতিবেদন লেখা হয়ে গেছে।

অন্য ব্যক্তি ঃ ভোটার আই ডি কার্ড নম্বর। ।

এস.আই. হিমেল ঃ এই ভোটার আই ডি কার্ড নাম্বার এইখানে দিচ্ছি।

এস.আই. হিমেল ঃ এই আপনারা বলেছিলেন না কি? এই প্রত্যোকের নামের পাশে ভোটার আই ডি কার্ড নাম্বর এগুলো লেখা লাগবে। রাসেদ, আনোয়ারা, মোখলেছুর এই প্রত্যেকের নামের পাশে ভোটার কার্ড এন. আই. ডি নাম্বার দিয়ে দিবা।

এস.আই. হিমেল ঃ আনোয়ারা, আপনার আর এক ছেলের ইয়ে কই?

জেসমিন ঃ স্যার ওটা তো খুজে পাই নাই। ভাইয়া ওতো হচ্ছে বাসায় নাই। কাগজপত্র অনেক খোজাখুজি করা হয়েছে কিন্তু পাই নাই।

এস.আই. হিমেল ঃ আর কোন তথ্য পান নাই।

জেসমিন ঃ পাইলে তো দিয়ে দিতাম।

এস.আই. হিমেল ঃ এইটা একটা ফাইলে রাখ এর সাথে ঢাকায় পাঠাতে হবে।

জেসমিন ঃ স্যার আমি যেটা বলতে চাইছিলাম।

এস.আই. হিমেল ঃ আচ্ছা বলেন তো যাকে ফর্সা, হালকা ফর্সা উজ্জ্বল শ্যামলা, মুখে ডান পার্শ্বে বাম পার্শ্বে একটা হালকা টিউমার এ রকম একটা ছেলে কি বাড়িতে আসতো।

জেসমিন ঃ টিউমার, পরিস্কার করে, একটু লম্বা করে, এখানে একটা টিউমার।

এস.আই. হিমেল ঃ কানের একটু নিচে।

জেসমিন ঃ আনেক রুগি তো আসে, ওর কাছে অনেক রুগি আসে।

এস.আই. হিমেল ঃ শোনেন, যেটা আমি আপনাকে বলছি, আপনি তো হারাই যেতে পারবেন না, আপনাকে তো না পেলে ওনাকে তো পাবো। উনি তো আর পালাই যেতে পারবে না।

জেসমিন ঃ সে-তো।

এস.আই. হিমেল ঃ যে কথাগুলি বলছি সেগুলো যে কানে ঢুকেছে সে কানে মনে করেন শেষ। আপনাদের ওর সম্পর্কে যত মনে করেন যে, যত কৌতুহল, কি করছে, না করছে, কি অবস্থায় না অবস্থায় আছে? আপনি, সেটা আপনারা দুজন আসবেন, সেটা সন্ধ্যা ০৭.০০ টার দিকে আসেন। এখন কয়টা বাজে। আমার তো খাওয়া, ঘুম নাই এইটা নিয়ে তো পড়ে আছি। এখন বাজে দেড় টা।

ফোনে কথা (এস. আই. হিমেল) ঃ মইদুল ও/সি স্যার তোমাকে কোন নাম, ঠিকানা দিয়েছে, তুমি মনে কর, তুমি ছাড়া পৃথিবীর কেউ যেন বুঝতে না পারে, অত্যন্ত কনফিডেনসিয়ালী দেখ। আমি অলরেডি সোর্স লাগিয়েছি তারা অরজিনালি কি করে। অত্যন্ত কনফিডেনসিয়ালী দেখ। দেখে তোমার কি মনে হয় জানাও। তুমি জেনে আমাকে একটু জানাও কেউ যেন বুঝতে না পারে। জানানোর পরে তুমি ওকে পিক আপ করে থানায় নিয়ে আসবে। আমি সদর থেকে গাড়ি নিয়ে ওকে নিয়ে আসবো সদরে। ওসি স্যার কিছু বলছে তোমারে। আমি তো কথা বলছি, ফিরি হয়ে তোমাকে একটা ম্যাসেজ

দিবানি। আমি ওই তো সেদিন যে বিষয়ে গিয়েছিলাম বুঝছো সেই রিলেটেড।

জেসমিনঃ স্যার।

এস.আই. হিমেল ঃ আর একটা জিনিস শোনেন, আপানাদের কাছে যেহেতু আপনার সন্তান, আপনার স্বামী, আপানাদের সবচেয়ে প্রিয় সে, আর একটা জিনিস বলি, অনেক ছেলে পিলে আছে তাদের কি আমরা ধরছি? অনেক ছেলে পিলে আছে থানা থেকে কোর্টে চলে যাই বা ছাড়িয়ে নেয়া হয়...

৪ মিনিট ১০ সেকেন্ডের এ রেকর্ডের ৩৩ সেকেন্ডে এস আই হিমেলের কণ্ঠে 'ওরে ঢাকায় পাঠায়ে দিবা' পাওয়া যায়। ৪৮ সেকেন্ড হতে ১ মিনিট ০৯ সেকেন্ড অংশ (bold ও underline কৃত) পর্যালোচনায় এটি সুস্পষ্ট যে, ঐ বাক্যে 'ওরে' সর্বনাম দিয়ে জনিকেই বুঝানো হয়েছে। ২ মিনিট ১৯ সেকেন্ডেও জনির তৎকালীন অবস্থা ও অবস্থান সম্পর্কিত বিষয় এসআই হিমেলের জানা রয়েছে মর্মে ইঙ্গিত রয়েছে। ৩ মিনিট ৪৮ সেকেন্ডের কথোপকথনে 'অনেক ছেলেপিলে আছে, তাদের কি আমরা ধরছি?' এই বাক্য দ্বারা প্রকারান্তরে এস.আই. হিমেলের নেতৃত্বাধীন পুলিশদল জনিকে ধরেছিল এর স্বীকৃতি রয়েছে।

এসআই হিমেলকে জিজ্ঞাসাবাদকালে তিনি জনির পরিবারের সকল সদস্যের জাতীয় পরিচয়পত্রসহ ডাকার পর্যাপ্ত সাক্ষ্য আমার নিকট রয়েছে উল্লেখ পূর্বক জিজ্ঞাসাবাদ করলে তিনি তাদেরকে ডাকার কথা স্বীকার বা অস্বীকার কোনটিই করেননি। তবে জনি সম্পর্কে কোন অ্যাসাইনমেন্ট তার কাছে ছিল না মর্মে তিনি আমার নিকট এবং অতিরিক্ত রেঞ্জ ডিআইজি'র নিকট প্রদত্ত জবানবন্দিতে উল্লেখ করেছেন। থানার ও.সি., সাতক্ষীরার পুলিশ সুপার এবং ডিএসবি কর্মকর্তা-সকলেই জনির নামীয় কোন অভিযোগ তাদের নিকট থাকার

কথা অস্বীকার করেছেন। কোন অভিযোগ বা কোন তথ্য না থাকলে এবং থানায় জনিকে ধরে না আনা হয়ে থাকলে তার পরিবারের সকলের জাতীয় পরিচয়পত্র সহ থানায় আসতে বলার কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায়নি। আর সে জাতীয় পরিচয়পত্রের নাম্বার ও তথ্য কোন প্রতিবেদনে উল্লেখ করার কথা এসআই হিমেল বলেছেন তা-ও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। রেকর্ডের সংশ্লিষ্ট অংশটুকু মনোযোগ দিয়ে শুনলে (বিশেষত '***রাসেদ, আনোয়ারা, মোখলেছুর এই প্রত্যেকের নামের পাশে ভোটার কার্ড এন. আই. ডি. নাম্বার দিয়ে দিবা।***' অংশটুকু যা বোল্ড ও আন্ডারলাইনকৃত করা রয়েছে) এ প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায়। পুলিশ কর্তৃক জনিকে আটকের বিষয়ে এ রেকর্ড একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং অকাট্য (প্রায়) প্রমাণ।

জেসমিন নাহার ২৬/১২/২০১৬ তারিখে সাতক্ষীরা সদর থানায় গিয়েছিলেন এ বিষয়ে জি.ডি. করার জন্যে। কিন্তু তৎকালীন ও.সি. ফিরোজ মোল্লা সে জি.ডি. গ্রহণ করেননি। এ সংক্রান্ত কথোপকথনের রেকর্ডও জেসমিন নাহার সরবরাহ করেছেন (সি.ডি. ভূক্ত)। ও.সি. ফিরোজ মোল্লাও এ বিষয়টি স্বীকার করেছেন এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী সে জি.ডি. গ্রহণ করেননি বলে জানিয়েছেন।

গত ২৪/১০/১৬ তারিখে জেসমিন নাহার এসপি, সাতক্ষীরার সাথে সাক্ষাৎ করতে এসপি অফিসে গিয়েছিলেন এবং সেখানে সাক্ষাৎপ্রার্থীদের রেজিস্টারে তার নাম এন্ট্রি করা হয়েছিল বলে উল্লেখ করেছেন। এ সময়ে ডি.আই.ও.-১ মিজানুর রহমানের সাথে জেসমিনের কথা হয়েছিল এবং তিনি তার মোবাইল ফোনে সে সকল কথোপকথন রেকর্ড করেছেন (সি.ডি.-তে প্রদত্ত, এসপি অফিস শিরোনামে)। এসপি, সাতক্ষীরা সেদিন জেসমিনকে ব্যস্ততার অজুহাতে সাক্ষাৎ করার অনুমতি দেননি। জিজ্ঞাসাবাদকালে এস.পি. মোঃ আলতাফ হোসেন এবং

ডি.আই.ও.-১ মিজানুর রহমান জেসমিনের এরূপ সাক্ষাৎপ্রার্থী হওয়ার বিষয় অস্বীকার করেছেন। প্রোক্ত রেকর্ডিং হতে ডি.আই.ও.-১ এর কণ্ঠস্বর সম্পর্কে আমি নিশ্চিত নই। সংশ্লিষ্ট সময়ের রেজিস্টার তলব করা হলে সেটি এই বছরের শুরুতে ধ্বংস করা হয়েছে বলে এক পত্র (কপি সংযুক্ত, পতাকা-২) মারফত এস.পি., সাতক্ষীরা আমাকে জানিয়েছেন।

পুলিশ সুপার, সাতক্ষীরাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তার জবানবন্দি রেকর্ড করেছি। মহামান্য হাইকোর্টে খুলনা রেঞ্জ এর অতিরিক্ত ডি.আই.জি. মোঃ একরামুল হাবীব কর্তৃক তদন্তকালে এস.পি. মোঃ আলতাফ হোসেন 'জনি আল্লাহর দলের সদস্য...সাতক্ষীরা জেলার নায়ক... ইত্যাদি যে বক্তব্য (পতাকা-৩) দিয়েছেন তার কোন সূত্র উল্লেখ করেননি। জিজ্ঞাসাবাদে তিনি সাতক্ষীরা থানার ও.সি. এবং ৩ সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটির বরাত দিলেও ঐ কমিটির সদস্যগণ (অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কে.এম. আরিফ, এ.এস.পি. (সার্কেল) হুমায়ুন ও ডি.আই.ও.-১ মিজানুর রহমান) এ বিষয়ে কোন তদন্ত করেননি বলে জানিয়েছেন। ও.সি. শেখ এমদাদ তার নিকট জনি'র কোন ধরণের তথ্য থাকার কথা অস্বীকার করেছেন। ও.সি. ফিরোজ মোল্লা ডি.এস.বি. ও অন্যান্য সূত্র থেকে এ বিষয়ে তথ্য পেয়ে এস.পি. বরাবর প্রতিবেদন দিয়েছেন মর্মে জানালেও ডি.এস.বি. কর্মকর্তা উক্ত ডি.আই.ও-১ বলেছেন যে, তার জানামতে ডিএসবি-তে জনির নামে কোন ফাইল নেই বা কোন ফাইলে জনির নাম নেই। পুলিশ সুপার আলতাফ হোসেন জনির ব্যাপারে এ তথ্যগুলো কোথায় পেলেন তার সূত্র খুঁজে পাওয়া যায়নি।

মহামান্য হাইকোর্টে দাখিলকৃত খুলনা রেঞ্জ এর অতিরিক্ত ডি.আই.জি. মোঃ একরামুল হাবীব-এর তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এসআই হিমেল

০৪/০৮/১৬ তারিখের ১৭২ নং জিডি মূলে সকাল ১০.০৫ মিনিটে বের হয়ে ঝাউডাঙ্গা-বল্লি বীটে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং ০৫/০৮/১৬ তারিখ ভোর ০৫.০৫ মিনিটে জিআর ২৪৮/১৪ মামলার আসামী জুল হাসানকে গ্রেফতার করে থানায় হাজির হয়েছেন (পতাকা-৪)। সরেজমিনে থানায় গিয়ে জিডি (কপি সংযুক্ত) পরিদর্শন করে দেখা যায় যে, ০৩/০৮/১৬ তারিখের ১০০ নং জিডিতে (পতাকা-৫) ০৩.৪৫ টায় জুল হাসান নামের আসামীকে এসআই আবুল কালাম ও এসআই তাঃ (সম্ভবত) মালেক গ্রেফতার করে থানায় এনেছিলেন এবং ০৬.১০ টায় ১০৮ নং জিডিতে (পতাকা-৬) তাকে ছেড়ে দেয়ার উল্লেখ আছে। ০৩/০৮/১৬ তারিখের থানা হাজত রেজিস্টারের ১৫ নং ক্রমিকে (পতাকা-৭) এই আসামীকে ধৃত করা এবং পরে তাকে ছেড়ে দেয়ার বিষয়টির উল্লেখ রয়েছে। পরবর্তীতে ২০৭ (পতাকা-৮) ও ২০৯ (পতাকা-৯) নং জিডিতে একই আসামীর বিষয়ে প্রোক্ত ভিন্ন বক্তব্য লিখিত হয়েছে। আমি উক্ত জুল হাসানকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তিনি জানান যে, তাকে পুলিশ কখনোই গ্রেফতার করেনি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, মহামান্য হাইকোর্টে দাখিলকৃত প্রতিবেদনে জনিকে গ্রেফতারের উল্লেখিত সময়ে এসআই হিমেল যাকে গ্রেফতার করেছেন মর্মে পুলিশের পক্ষ থেকে দাবী করা হয়েছে তা সঠিক নয় এবং তা সৃজিত মর্মে প্রতীয়মান হয়।

জিডিতে এ ধরণের অনিয়মের বিষয় পূর্বেও পরিদর্শনে উদঘাটিত হয়েছে। গত ১৮/০১/২০১৫ তারিখে তৎকালীন বিজ্ঞ চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সাতক্ষীরা জনাব নিতাই চন্দ্র সাহা সাতক্ষীরা সদর থানা পরিদর্শন করে একটি প্রতিবেদন থানায় প্রেরণ করেন যার কপি বিজ্ঞ জেলা ও দায়রা জজ এবং পুলিশ সুপারকে প্রদান করেন। তাতে ০১ নং ক্রমিকে (পতাকা-১০) জিডিতে ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯ নং জিডি পরবর্তীতে লেখার জন্যে ২টি পাতা ফাঁকা পাওয়া গিয়েছিল।

(কম্পিউটার কপি সংযুক্ত। গত ২১/০৬/১৭ তারিখ দুপুর ১২টার দিকে তৎকালীন বিজ্ঞ সিজেএম (বর্তমানে জেলা জজ পদ মর্যাদায় বিশেষ জজ হিসেবে যশোরে কর্মরত) জনাব নিতাই চন্দ্র সাহার সাথে মোবাইল ফোনে কথা বলে তাঁর প্রতিবেদনের যথার্থতা নিশ্চিত করা হয়েছে)।

মহামান্য হাইকোর্টে দাখিলকৃত উক্ত প্রতিবেদনে ও.সি. এমদাদুল হক শেখের জবানবন্দি (পতাকা-১১) পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, তিনি আসামী গ্রেফতারের ২৪ ঘন্টার মধ্যে আদালতে হাজির করার আইনগত বাধ্য-বাধকতা থাকার উল্লেখ করে সে বিবেচনায় জনিকে ৩ দিন আটক রাখার অভিযোগ ভিত্তিহীন দাবি করেছেন। কিন্তু আমরা যদি আসামী আমিনুল ইসলাম ও আসাদুর রহমান-এর জবানবন্দি পর্যালোচনা করি তবে দেখি যে, তারা উভয়েই যথাক্রমে ২ দিন ও ৪/৫ দিন থানা হাজতে তাদেরকে আটক রাখা হয়েছিল মর্মে দাবি করেছেন। থানার হাজত রেজিস্টারে কোন আসামী গ্রেফতারের তারিখ বা সময় উল্লেখ নাই, এমনকি থানায় কখন আনা হলো তার সময়ও উল্লেখ করা হয় না। এতে কেবল আদালতে প্রেরণের তারিখ উল্লেখ করা হয়। সে কারণে এই ধারণা করা অসঙ্গত হবে না যে, আসামী থানায় আনয়নের সময় নয় বরং আদালতে প্রেরণের প্রাক্কালে বা আসামীকে ছেড়ে দেয়ার সময় হাজত রেজিস্টারে আসামীর নাম-ঠিকানা এন্ট্রি করা হয়। আর এই ধারণার ভিত্তি খোদ থানার হাজত রেজিস্টারই। ০৪/০৮/১৬ তারিখের ০৮ নং ক্রমিকে (পতাকা-১২) উক্ত আমিনুল ইসলামের নাম এন্ট্রি করে তা আবার কর্তন করা হয়েছে। পরদিনের ০৩ নং ক্রমিকে পুনরায় তার নাম এন্ট্রি করা হয়েছে। আদালতে প্রেরণের সময় এন্ট্রি দেয়ার চিন্তা ব্যতিত এই ধরণের কর্তন ও পুনরায় এন্ট্রি দেয়ার আর কোন যুক্তিগ্রাহ্য কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। এ থেকে আসামী আমিনুল ইসলামের ২ দিন তাকে থানায় আটক রাখার বক্তব্যের সমর্থনও

পাওয়া যায়। সাক্ষীদের বক্তব্য পর্যালোচনায় আমি এমন কিছু পাইনি যা থেকে অভিযোগকারী জেসমিন নাহারকে তার কোন বক্তব্যে মিথ্যাবাদী বলা যায়।

চূড়ান্ত মতামত:

পুলিশ কর্তৃক শেখ মোখলেসুর রহমান জনির ব্যাপারে প্রদত্ত তথ্যের অসংলগ্নতা, অভিযোগ গ্রহণ ও তদন্তে অনাগ্রহ, সাক্ষীদের বক্তব্য ও প্রাপ্ত সাক্ষ্য পর্যালোচনায় পুলিশ কর্তৃক প্রোক্ত জনিকে গ্রেফতারের এবং থানায় ৩ দিন পর্যন্ত আটক রেখে পরবর্তীতে অস্বীকারের অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা প্রতীয়মান হয়। এর সাথে এসআই হিমেল ও তৎকালীন ওসি এমদাদুল হক শেখ-এর সরাসরি সংশ্লিষ্টতা রয়েছে এবং এসপিসহ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। জনির বর্তমান অবস্থানসহ এ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ঘটনার সময়কালীন অভিযুক্তদের মোবাইল ফোন কল রেকর্ড যাচাই করা সম্ভব হলে পাওয়া যেতো বলে আমি মনে করি। জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা (এনএসআই)-এর ডিজি বরাবর এ সংক্রান্ত সহযোগিতা চেয়েও পাওয়া যায়নি (পত্র ও প্রেরণের ডাক রশিদ সংযুক্ত, পতাকা-১৩, ১৩/ক)। সময় ও বিভিন্ন প্রয়োজনীয় উপকরণের অপর্যাপ্ততার কারণে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করা ও জনির বর্তমান অবস্থা ও অবস্থান নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি।

পর্যবেক্ষণ:

পুলিশ কর্তৃক এ ধরণের আটক ও পরবর্তীতে তা অস্বীকার করার বিষয়ে সাম্প্রতিককালে যথেষ্ট অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। তন্মধ্যে কারো কারো লাশ পরবর্তীতে পাওয়া গেছে, কাউকে পরবর্তীতে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে, কাউকে

বেশ কিছুদিন পর ফেরৎ পাওয়া গেছে, আবার কারো কারো খোঁজ আজো পাওয়া যায়নি। এ জাতীয় ঘটনাগুলোর কোন যথাযথ তদন্ত হয়েছে বলে জানা যায়নি। পুলিশ বরাবরই এ জাতীয় অভিযোগ অস্বীকার করে আসছে। প্রশ্ন হলো পুলিশ কেবল অভিযোগ অস্বীকার করে দায় এড়াতে পারে কি-না। এ ধরণের অভিযোগগুলোর ক্ষেত্রে ৩ টি অবস্থা হতে পারে-

১. পুলিশ/আইন-শৃঙ্খলা বাহিনিই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে আটক করেছে।

২. পুলিশ/আইন-শৃঙ্খলা বাহিনির পরিচয়ে কোন অপরাধী চক্র অপরাধ সংঘটন করেছে।

৩. অভিযোগটি সম্পূর্ণ মিথ্যা।

তন্মধ্যে, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনি কর্তৃক গ্রেফতার হলে সংশ্লিষ্ট বাহিনির কর্তব্য যথা সময়ে তাকে আদালতে উপস্থাপন করা; এ কাজটি কোন অপরাধী চক্রের হলে পুলিশের দায়িত্ব আরো বেশী, ভিকটিম ও অপরাধী চক্র উভয়কে খুঁজে বের করে আদালতে উপস্থাপন করা; অভিযোগ মিথ্যা হলে তা নির্ণয় করার দায়িত্বও পুলিশের। এ সকল ক্ষেত্রে মামলা বা জিডি না নেয়ার মাধ্যমে পুলিশ বিভাগ তাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের প্রতি চরম অবহেলা প্রকাশ করেছে/করছে। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনি কর্তৃকই হোক বা অপরাধী চক্র কর্তৃকই হোক, উভয়টিই দেশের নাগরিকদের জীবনের নিরাপত্তাকে চরম হুমকির সম্মুখীন করেছে।

আশার বিষয় হলো দেশের বিদ্যমান আইনেই এ হুমকি থেকে নাগরিকদের সুরক্ষার বিধান রয়েছে। The Code of Criminal Procedure-এর ৬২ ধারায় বলা হয়েছে:

<u>Police to report apprehension:</u> Officers in charge of police stations shall report in a Metropolitan Area, to the Chief Metropolitan Magistrate, and in other areas, to the District Magistrate, and also to the Chief Judicial Magistrate, the cases of all person arrested without warrant, within the limits of their respective stations, whether such persons have been admitted to bail or otherwise.

এখানে কোন ব্যক্তিকে আটক করলে তা ক্ষেত্রমত সিএমএম/ সিজেএম ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে রিপোর্ট করার বিধান রাখা হয়েছে। কিন্তু দেশের কোথাও এ বিধান প্রতিপালিত হচ্ছে বলে আমাদের জানা নেই।

সুপারিশ:

এ অবস্থায় সংশ্লিষ্ট সকল বাহিনিকে এই ধারার বিধান প্রতিপালনের নির্দেশনা দেয়া যেতে পারে। যদিও উক্ত ধারায় রিপোর্ট করার সময় উল্লেখ করা হয়নি। নাগরিকদের প্রকৃত সুরক্ষার জন্যে মহামান্য হাইকোর্ট থেকে এ বিষয়ে একটি সময় নির্ধারণ করে দেয়া যেতে পারে। উক্ত ধারার আলোকে আমার মতে নিম্নলিখিত নির্দেশনা দেয়া যেতে পারে:

১. সকল সিএমএম/সিজেএম ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের জন্যে দাপ্তরিক মোবাইল নম্বরসহ পৃথক মোবাইল ফোন নিশ্চিত করা। জনগণের জন্যে এ নম্বরটি উন্মুক্ত থাকবে এবং এর ব্যাপক প্রচার করতে হবে। তাঁদের পক্ষে দপ্তরের

কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী গ্রেফতার সংক্রান্ত রেজিস্টার সংরক্ষণ করবেন ও গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির পক্ষে কেউ ফোন করলে তাকে এ সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করবেন।

২.গ্রেফতারকারী বাহিনির নেতৃত্ব দেন এমন কর্মকর্তাদের (অন্তত এস.আই. পর্যন্ত) দাপ্তরিক (আপাতত ব্যক্তিগত হলেও চলবে) মোবাইল ফোনের ব্যবহার নিশ্চিত করা। তাদের ব্যবহার্য নম্বরগুলো ১ নং দফায় বর্ণিত কর্মকর্তাদের মোবাইলে সংরক্ষিত থাকবে।

৩.যখনই কোন ব্যক্তিকে কোন বাহিনি গ্রেফতার করবে সাথে সাথে তা এসএমএস এর মাধ্যমে ১ নং দফায় বর্ণিত কর্মকর্তাদের অবহিত করবে। এতে গ্রেফতারকারী ও গ্রেফতারের সময় সম্পর্কে উক্ত কর্মকর্তার নিকট একটি তথ্য পৌঁছে যাবে।

৪.কোন কারণে গ্রেফতারকারীর নম্বর ১ নং ক্রমিকে বর্ণিত কর্মকর্তার মোবাইলে সংরক্ষিত না থাকলে থানার ও.সি.'র জন্যে বিদ্যমান নম্বর থেকে গ্রেফতার বিষয়ে তথ্য প্রেরণ করতে হবে।

৫.এভাবে অবহিত না করে কোন ব্যক্তিকে কোন বাহিনি তাদের ব্যবহারকৃত গাড়িতে (সরকারী, বেসরকারী, ব্যক্তিগত গাড়ি, ভ্যান, মোটর সাইকেল যা-ই হোক না কেন) তুলতে পারবে না বা থানায় নিতে পারবে না।

৬.গ্রেফতারকালে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির আশে পাশে তার কোন আত্মীয়, স্বজন বা বন্ধু থাকলে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে গাড়িতে উঠানো বা অন্য কোনভাবে নিয়ে আসার পূর্বেই তাদেরকে ১ নং দফায় বর্ণিত ফোনে কল করে গ্রেফতারের বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার সুযোগ দিতে হবে।

৭.১ নং ক্রমিকে বর্ণিত কর্মকর্তাগণ বা তাঁদের প্রতিনিধি মাসে অন্তত ১ বার থানায় আকস্মিক পরিদর্শন করে 'হাজতে এমন কেউ আটক আছেন কি-না যার তথ্য উক্তরূপে প্রেরণ করা হয়নি' তা দেখবেন বা এরূপ কোন অভিযোগ এলে তা খতিয়ে দেখবেন।

এতদ্ভিন্ন দেশের নাগরিকদের জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করণার্থে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ তাঁদের বিবেচনায় উপযুক্ত বিবেচিত নির্দেশনা প্রদান করতে পারেন।

২৯/০১/২৩

হাবিবুল্লাহ মাহমুদ
সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট
সাতক্ষীরা।

O/C'র কক্ষ
(প্রবেশের দরজা তীর-চিহ্নের মাথার উল্টো-দিকের দেয়ালে)

ডিউটি অফিসারের কক্ষ

ডিউটি অফিসারের কক্ষের দরজা

সাতক্ষীরা থানার মানচিত্র

খুলনা রেঞ্জের বিভিন্ন থানার নম্বরযুক্ত বোর্ড

অভিযোগকারী জেসমিনের বর্ণিত গ্লাসের অবস্থান

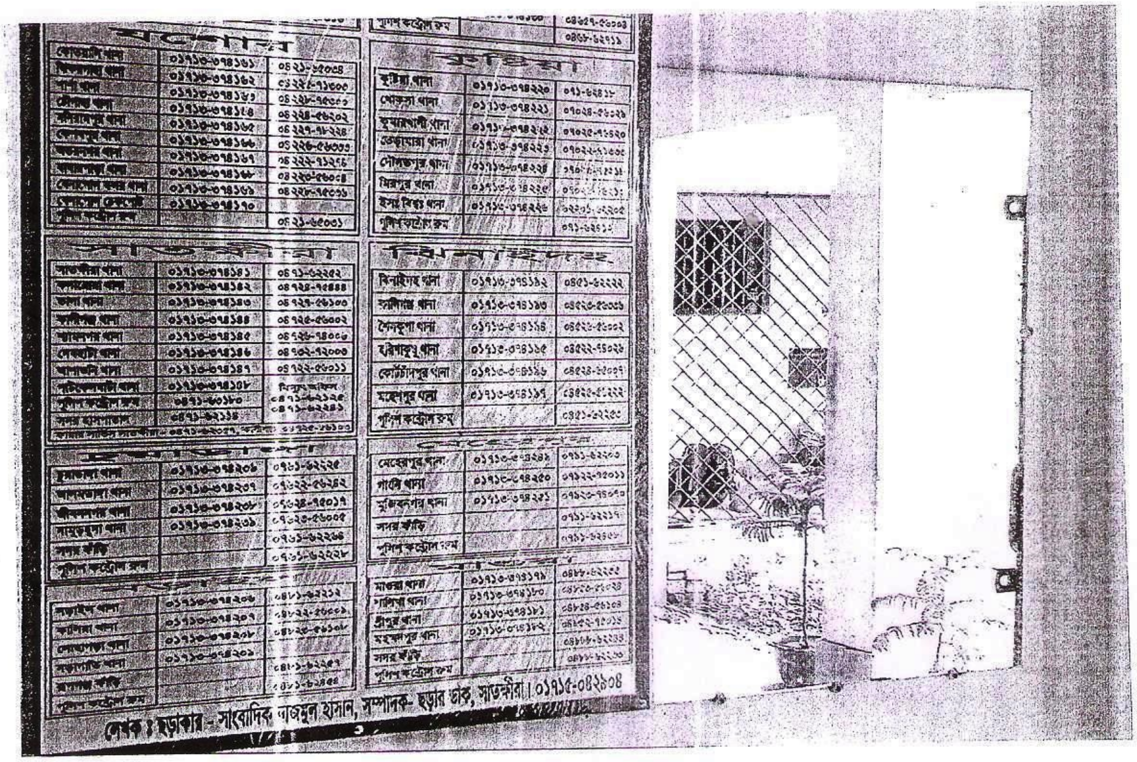

বর্ণিত আয়না ও তাতে দুল্যমান থানা-হাজতখানার একটি close shot.

২৯/০১/১৭

হাবিবুল্লাহ মাহমুদ
সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট
সাতক্ষীরা।

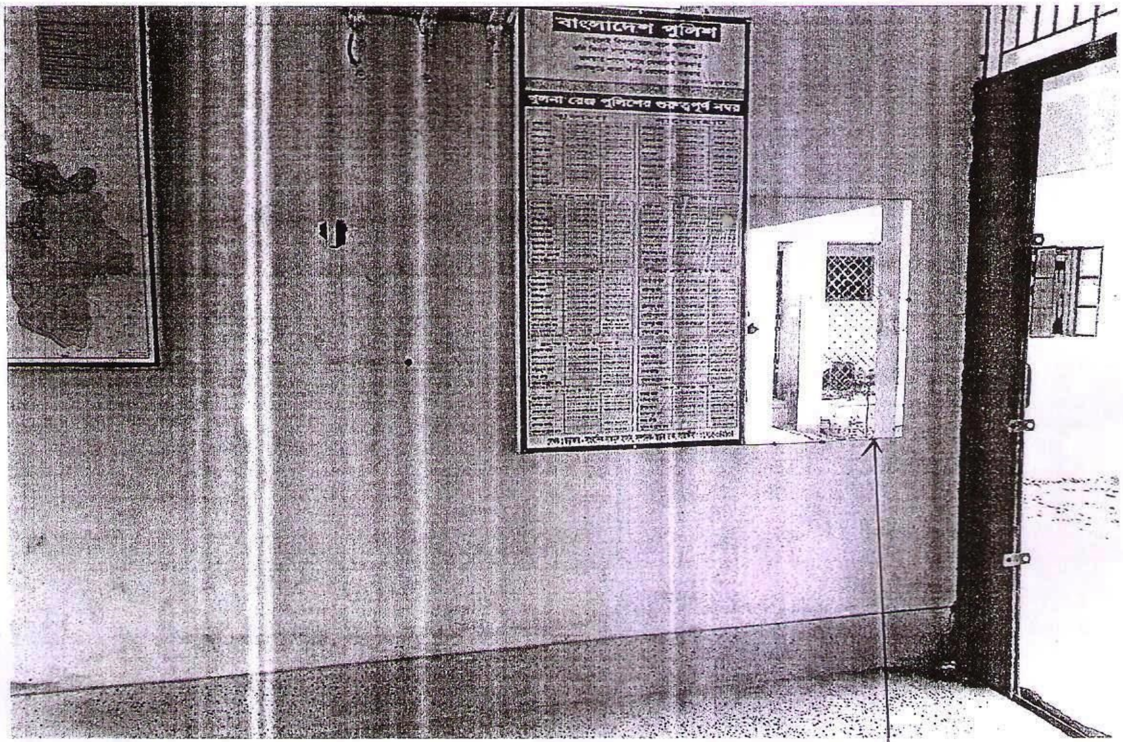

ডিউটি অফিসারের কক্ষের দরজায় দাড়িয়ে তোলা O/C'র কক্ষের বাইরের দেয়ালের ছবিতে সাক্ষী/ অভিযোগকারী জেসমিনের বর্ণিত আয়না/ গ্লাস ও আয়নায় দৃশ্যমান থানা হাজতখানার গ্রীলবেষ্টিত বারান্দা।

[signature] ২৭/০৬/২০

Date: 21. 01. 18

23.01.18 – order
[illegible] Petitioner [illegible] – court [illegible] Direction
Next date: 24.02.18

PBI Report [illegible]

NO TICE

IN THE SUPREME COURT OF BANGLADESH
HIGH COURT DIVISION
(SPECIAL ORIGINAL JURISDICTION)

WRIT PETITION NO. 2833 OF 2017

IN THE MATTER OF:

Jasmin Nahar

....Petitioner.

-VERSUS-

Secretary, Ministry of Home Affairs and others.

....Respondents.

To,

Mr. Shagufta Tabassum Ahmed
Advocate
For the Petitioners.

Dear Sir,

Please take notice that the supplementary affidavit-in-compliance on behalf of Respondent No. 2 (a copy of which is enclosed) will be filed and move in this Honourable Court in due course.

Dated: January, 2018.

[signature]

Deputy/Assistant Attorney General